



ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL
A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION



Sub: Bengali Study material 6 Date -13-06-2020

Class: 12

1st Term

ভাত

- মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা দেবী - জন্ম- ঢাকা, ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি। তিনি বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিক। পিতা মণীশ ঘটক ছিলেন বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক। মাতা ধরিত্রী দেবী ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী ও সমাজসেবী। তাঁর স্বামী বিজন ভট্টাচার্য্য ছিলেন ভারতীয় গননাট্য সংঘের এক অন্যতম সদস্য। কবি ও কথাসাহিত্যিক নবারণ ভট্টাচার্য্য ছিলেন তার পুত্র।

মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম মুদ্রিত লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘ ছেলেবেলা ’ গ্রন্থটি নিয়ে। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘ বাঁসীর রাণী ’ দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য রচনার জন্য তিনি বহু পুরস্কার লাভ করেন।

শব্দার্থ – চাহনি – তাকানো, উগ্র - তীব্র, নাটা ঝামটা – নাজেহাল, দূরদর্শী – ভবিষ্যত বুঝে যিনি কাজ করেন, হেঁসেল – রান্নাঘর, চোন্দো দফা – চোন্দো বার, বাদা – নিম্নভূমি, ঠেস – খোঁটা, অসাগরা – প্রচুর, আংহিকে – লোভী, ডোলে -বেতের তৈরী পাত্র, নুকে নুকে – লুকিয়ে লুকিয়ে, চাইল – চাল, আঁদ – রান্না করা, বাগ্যতা – অনুরোধ, তাগেবাগে – সুযোগ বুঝে, রা কাড়া – সারা দেওয়া, কোতা – কোথায়, অইলে – রইলে, ড্রাইডোল-শূণ্য পাত্র, বার বাড়ি – বাড়ির বাইরের অংশ, মড়ক – মহামারি, হিঞ্চে – শাক বিশেষ, বসুমতী -পৃথিবী, সফেন – ফেনাযুক্ত, ফুট – শিশু খাদ্য, হেলাঢেলা – প্রচুর, গতর -শরীর, হোম – যজ্ঞ, গাঁ জেয়াতি – গ্রামের সঙ্গীসাথি, অপঘাত – অপমৃত্যু, শুদোচ্ছেন – জিজ্ঞাসা, সাঁঝবেলা – সন্ধ্যা, বিলাপ – কান্না, বেয়াই – ছেলে বা মেয়ের শ্বশুর, বিঘ্ন – বাধা

সারকথা - মাতলা নদীর পারে বাদায় বসবাসকারী উচ্ছব নাইয়ার ঘর ভেঙে যায় জল-ঝড়ে। এই দুর্ঘোণে সে হারায় তার পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীকে। ক্ষুধার জ্বালায় সে কলকাতায় আসে বাসিনীর বাবুর বাড়িতে কাজ করতে। ভাত খাবে কাজ করবে উচ্ছব। এদিকে ক্যানসারে আক্রান্ত বাড়ির বুড়ো কর্তাকে সুস্থ করবার জন্য হোমের আয়োজন

করা হয়। বাড়িতে কর্মযজ্ঞ চলতে থাকে। উচ্ছব কাঠ কাটতে থাকে। অভুক্ত মানুষটিকে খাবার দেবার কথা কারো মনে হয় না।

যজ্ঞ শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যে কর্তার মৃত্যু হয়। ঘটা করে শব যাত্রার আয়োজন করা হয়। শ্মশান যাত্রার পর পিসিমা হুকুম করেন বাড়ির সমস্ত খাদ্য ফেলে দিয়ে ঘরদোর মুক্ত করতে। বাসিনীর হাত থেকে উচ্ছব ভাতের বড়ো ডেচকি নিয়ে নেয়। দূরে ফেলে দেওয়ার নাম করে সে স্টেশনে চলে যায়। সেখানে বসে সে তার ক্ষুধা মেটায়। তারপর সে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালবেলা পিতলের ডেচকি চুরির অপরাধে উচ্ছবকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাদার মানুষ উচ্ছব। সারা বছর তাকে অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকতে হয়। বাবুদের বাড়িতে ভাতের অভাব নেই। বাদা অঞ্চলে এত ভাত কোথা থেকে আসে তা সে বুঝতে পারে না। এক মুঠো ভাতের জন্য উচ্ছবকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। অসহায় মানুষের অসহায়তার কথা কেউ ভেবে দেখেনা।

প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত :

- ১ ‘ভাত’ গল্প অবলম্বনে উচ্ছবের চরিত্র আলোচনা কর। ৫
- উচ্ছব নাইয়ার দারিদ্র, জীবিকা, সমাজের উচ্চস্তরের মানুষেরা উচ্ছবকে কী নজরে দেখে, পরিবারের প্রতি উচ্ছবের ভালবাসা, ক্ষুধার জ্বালা – এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- ২ উচ্চস্তরের মানুষেরা উচ্ছবের মত মানুষদের কী চোখে দেখে তা গল্প অবলম্বনে আলোচনা কর। ৫
- উচ্ছবের মত মানুষদের জীবন-জীবিকা, উচ্ছবের প্রতি সাধনবাবু মন্তব্য, সতীশবাবুর উচ্ছবের প্রতি আচরণ, বড়োবাড়ির মানুষদের উচ্ছবদের প্রতি আচরণ, উচ্ছবদের শ্রদ্ধাশান্তির ধরন – এই সব বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।
- ৩ জলঝড়ে কীভাবে উচ্ছবের সব কেড়ে নিয়েছিল তা আলোচনা কর। ৫
- ঝড়ের তাড়ব, দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উচ্ছবের চেষ্টা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের হারানো, সরকারের কাছ থেকে দলিল চেয়ে দরখাস্তের নকল হারানো, অনাহার – এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- ৪ কলকাতার বাবুর বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার কারন লিপিবদ্ধ কর। ৫

- বাবুর বাড়ির সম্পদের পরিমান , উপার্জনের উপায় , বাদা অঞ্চলের বিষয় , প্রায়শ্চিত্যের ঘটনা , শ্মশান যাত্রার ঘটনা – এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে ।

Sukanta Ghosh